দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 0 2 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

05

শিক্ষকদের অনুদান প্রসঙ্গ

পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়ার জন্য কেবলমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, ব্যাপক ক্ষোভ ও প্রতিবাদের মুখে ৮ দিনের মাথায় সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাছাই করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় যে সব বেসরকারী স্কুলে ১ জন শিক্ষার্থীও পাস করেনি, সে সব স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আগামী ১ বছর পর্যন্ত বেতন-ভাতার সরকারী অনুদান পাবেন না। আর বেসরকারী কলেজে ১৯৯৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় যে সব বিষয়ে শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি সে সব বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন-ভাতার সরকারী অনুদানের ৪০ শতাংশ প্রদান আগামী ১ বছর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের জন্য শুধুমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকা বিশেষতঃ বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়ী করার ব্যাপারটি কোনো মহলেরই সমর্থন পায়নি। যুক্তি ও ন্যায়-নীতির বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়েছে। শিক্ষক-সমাজ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, অসন্তোষ ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই একপেশেদর্শী ও ক্ষতির আশংকাযুক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবী জানিয়েছিলাম। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গোটা বিষয়টি পুনঃমূল্যায়ন করে সিদ্ধান্তটি স্থগিত ঘোষণা করেছে। আমরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই এবং মনে করি এতে শুভবুদ্ধিরই প্রতিফলন ঘটেছে। জানা গেছে, শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর পূর্ব সিদ্ধান্ত স্থগিত ঘোষণা করেছেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ফলাফল বিপর্যয়ের জন্য কয়েকটি কারণ নির্দেশ করে শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়েছেন। তাদের মতে, প্রশ্নপত্রের ধরন এবং বিগত বছরের গণআন্দোলনজনিত কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা না করতে পারাই এই ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ। শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের এসব না জানার কথা নয়। কিন্তু তারা এগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দেননি বা দিতে চাননি। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যেই এর ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি পূর্ব সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেছেন, কেবলমাত্র প্রশ্নপত্রের ধরন পরিবর্তন আর গণআন্দোলনের কারণে কোনো কোনো কলেজে ১ জন ছাত্রও পাস করবে না এটাও কি বিশ্বাস্য? আমাদেরও এই প্রশ্ন: শুধু শিক্ষক কি পরীক্ষার শূন্য হারের জন্য দায়ী? না অন্য কোনো কারণও এর পেছনে থাকতে পারে? বোর্ডের কীর্তিকলাপ কিংবা কম্পিউটার বিভ্রাট অথবা অন্য কোনো কারণ কি এর জন্য দায়ী হতে পারে না? স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীও এই দিকগুলোকে আমলে আনতে চাননি। যদি চাইতেন তবে বলতে পারতেন না: আমি এখনও বলছি, 'আমাদের সিদ্ধান্তটি ভুল নয়'। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব সমর্থনযোগ্য নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে: যদি সিদ্ধান্তটি ভুল না-ই হয়ে থাকে তবে তা স্থগিত করতে হলো কেন? শিক্ষক নেতৃবৃন্দের দাবী ও বক্তব্য এবং বিভিন্ন মহলের সমালোচনার মুখে 'নির্ভুল' সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হলো কেন? কোনো পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে না এমন নয়। তার সংশোধনের সুযোগ আছেই। এবং সংশোধন করাতে দোষের বা গ্লানির কিছু নেই; বরং সেটাই সব সময় কাম্য।

আমরা আগেও বলেছি এখনও বলতে চাই, ফলাফল বিপর্যয়ের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের দায়-দায়িত্বকে একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেন না। এটা অজানা নেই যে, অনেক স্কুল বা কলেজেই ঠিকমত পড়াশুনা হয় না। এর পেছনে অন্যান্য কারণ যেমন আছে, তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অসহযোগিতা, দায়িত্বে অবহেলা কিংবা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাগত অদক্ষতাও রয়েছে। এর জন্য তাদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। আমরা আশা করতে চাই, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতাকে হাল্কাভাবে দেখবেন না। কারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের সুনাম-দুর্নামও জড়িত। কাজেই তাদেরকে মনোযোগী ও দায়িত্বনিষ্ঠ হতে হবে। আমরা মনে করি, শিক্ষা খাতের বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে ফলাফল বিপর্যয়ের দুঃখজনক ঘটনার মুখোমুখি হয়তো আর আমাদের হতে হবে না।